রাসুল (সা.) এর হাদিস পোড়ানর অজনা ইতিহাস

maqtabethaqalayn.com

রাসুল (সা.) এর হাদিস পোড়ানর এক অজনা ইতিহাস

লেখকঃ
এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামী

প্রকাশকঃ মাক্তাবে সাকালাইন

খিলাফত বিতর্ক ও হাদিস বিলোপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলামি ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গবেষণার দাবি রাখে। ৫০০টি পবিত্র হাদিস—যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী ছিল—তা কি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর নিজ হাতে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন? কেবল তাই নয়, তিনি কি সাধারণ মানুষের হাদিস বর্ণনা করার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিলেন? ইসলামের ইতিহাসের এই বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি সঠিকভাবে না জানলে এর পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা অসম্ভব।

খিলাফত নিয়ে শিয়া ও সুন্নি মতবাদ ইসলামি বিশ্বের প্রধান দুটি আদর্শিক ধারা—শিয়া ও সুন্নি। আমরা জানি, ইসলামে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে মূল বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত পরবর্তী তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা খিলাফত নিয়ে।

maqtabethaqalayn.com

শিয়াদের বিশ্বাস: রাসূলুল্লাহ (সা) মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে হযরত আলী (আ)-কে মনোনীত করে গিয়েছেন। তাঁদের মতে, নবীর প্রতিনিধি বা খলিফা নির্বাচনের অধিকার কোনো সাধারণ মানুষের নেই; বরং নবী নিজেই ওহীর আলোকে তা নির্ধারণ করে দেন।

সুন্নিদের বিশ্বাস: রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট কোনো প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে যাননি, বরং এই দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর অর্পণ করে গিয়েছেন। যার ফলে জনগণ বা পরামর্শ সভার (শূরা) মাধ্যমে হযরত আবু বকর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

যৌক্তিক বিশ্লেষণ যদি সাধারণ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিচার করা হয়, তবে শিয়া মতবাদটি একটি গভীর দার্শনিক ও তাত্ত্বিক প্রশ্ন সামনে আনে। সাধারণত দেখা যায়, একজন সাধারণ নেতাও যদি কোনো স্বল্প সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকেন, তবে তিনি তাঁর অবর্তমানে কাজের দেখভালের জন্য কাউকে না কাউকে নিজের প্রতিনিধি মনোনীত করে যান। কোনো দায়িত্বশীল নেতাই তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন না যে— "আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা যাকে খুশি আমার প্রতিনিধি বানিয়ে নিও।"

maqtabethaqalayn.com

সারা বিশ্বের মুক্তির দিশারি এবং উম্মাহর পথপ্রদর্শক হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কি তাঁর উম্মতকে কোনো সুস্পষ্ট উত্তরসূরিহীন অবস্থায় রেখে যেতে পারেন? এই ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসাটিই আজ ইতিহাসের এক বিশাল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। খিলাফত পরবর্তী সময়ে হাদিস সংকলনের ওপর যে রাষ্ট্রীয় কড়াকড়ি বা পাণ্ডুলিপি ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছিল, তা এই খিলাফত ইস্যুটির সাথে কতটুকু সম্পর্কিত ছিল—তা গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

হাদিস নিষিদ্ধকরণ ও সুন্নাহর বিলুপ্তি: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ইসলামের ইতিহাসে একটি বিতর্কিত ও গভীর আলোচনার বিষয় হলো খিলাফতে রাশেদার প্রাথমিক যুগে হাদিস সংরক্ষণের নীতি। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, জনগণের সমর্থনে মনোনীত হওয়ার পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রায় ৫০০টি হাদিস সংকলন ভস্মীভূত করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদিস বর্ণনার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

maqtabethaqalayn.com

এই ঘটনাটি একটি মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দেয়—এই পদক্ষেপটি কি প্রিয় নবী (সা)-এর সুন্নাহর বিপরীতে এক নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল?

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মোহাদ্দিস আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাজকিরাতুল হুফফাজ'-এর প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠায় (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ সংস্করণ) উল্লেখ করেছেন:

تذكرة الحفاظ — ابو بكر الصديق — ج ١ - ط ١

الطبقة الاولى من الكتاب

١ - ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

افضل الامة و خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و مؤنسه في الغار، و صديقه الاكبر، و صديقه الاشفق، و وزيره الاحزم، عبد الله ابن ابي قحافة عثمان القرشي التيمي قد افردت سيرته في مجلد وسط.
وكان اول من احتاط في قبول الاخبار فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ان الجدة جاءت الى ابي بكر تلتمس ان تورث فقال ما اجد لك في كتاب الله شيئا و ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لك شيئا ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها السدس فقال له هل معك احد فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فانفذه لها ابو بكر رضي الله عنه.
و من مراسيل ابن ابي مليكة ان الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال انكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث

تختلفون — ٢

تذكرة الحفاظ — ابو بكر الصديق — ج ١ - ط ١

تختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه.
فهذا المرسل يدلك ان مراد الصديق التثبت في الاخبار و التحري لا سد باب الرواية ألا تراه لما نزل به امر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنة فلما اخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج.
و حدث يونس عن الزهري ان ابا بكر حدث رجلا حديثا فاستفهمه الرجل اياه فقال ابو بكر: هو كما حدثتك، اي ارض تقلني اذا انا قلت ما لم اعلم؟ و صح ان الصديق خطبهم فقال: اياكم و الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور و الفجور يهدي الى النار.
و قال علي بن عاصم و هو من اوعية العلم لكنه سيء الحفظ، انا اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال سمعت ابا بكر الصديق يقول اياكم و الكذب فان الكذب مجانب الايمان قلت صدق الصديق فان الكذب أس النفاق و آية المنافق و المؤمن يطبع على المعاصي و الذنوب الشهوانية لا على الخيانة و الكذب، فما الظن بالكذب على الصادق الامين صلوات الله عليه و سلامه و هو القائل ان كذبا علي ليس ككذب على غيري، من يكذب علي يبن له بيت في النار، و قال من يقل علي ما لم اقل، الحديث. فهذا وعيد لمن نقل عن نبيه ما لم يقله مع

٣

maqtabethaqalayn.com

أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله (ص) أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর আবু বকর মানুষকে একত্রিত করলেন এবং বললেন: "তোমরা আল্লাহর রাসূল (সা) থেকে এমন সব হাদিস বর্ণনা করো যাতে তোমরা নিজেরা মতভেদ করছ, আর তোমাদের পরের লোকেরা আরও বেশি মতভেদ করবে। অতএব, তোমরা আল্লাহর রাসূল (সা) থেকে কিছুই বর্ণনা করো না। আর যদি কেউ তোমাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করে, তবে বলো—আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) রয়েছে। সুতরাং এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করো।"

maqtabethaqalayn.com

ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশ্লেষণ ও উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ:

উল্লিখিত বর্ণনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিগত পয়েন্ট ফুটে ওঠে:

১. হাদিস বর্ণনার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা:
খলিফা হওয়ার পর আবু বকর সাধারণ মানুষকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদিস বর্ণনা করতে সরাসরি নিষেধ করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন— "তোমরা আল্লাহর রাসূল (সা) থেকে কিছুই বর্ণনা করো না।" এটি উম্মাহর ওপর হাদিস প্রচারের ক্ষেত্রে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

২. মতভেদের অজুহাত ও যৌক্তিকতা:
নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে তিনি উম্মাহর মধ্যে 'মতভেদ' বা বিভক্তি তৈরির আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর যুক্তি ছিল, সাহাবীরাই যদি হাদিস নিয়ে দ্বিমত করেন, তবে পরবর্তী প্রজন্ম আরও বড় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, মতভেদ দূর করার উপায় কি হাদিস বিলোপ করা, নাকি রাসূল (সা)-এর প্রকৃত বাণীর ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করা?

maqtabethaqalayn.com

৩. 'হসবুনা কিতাবুল্লাহ' বা শুধু কুরআন কেন্দ্রিক চিন্তাধারা: তিনি মানুষকে হাদিসের পরিবর্তে কেবল কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন— "আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট।" এই অবস্থানটি প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তাকে গৌণ করে ফেলে।

৪. সুন্নাহর উৎসকে রুদ্ধ করা: ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো হাদিস। যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস বর্ণনা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা উম্মাহর কাছে পৌঁছানোর পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

৫. কুরআনের অপব্যাখ্যার সুযোগ: হাদিস হলো কুরআনের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা। যদি হাদিসকে সরিয়ে রাখা হয়, তবে কুরআনের আয়াতগুলোর হালাল-হারাম মানুষ নিজের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ পায়, যা দীর্ঘমেয়াদে ইসলামের মূল কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে।

৬. ৫০০ হাদিস পুড়িয়ে ফেলার প্রেক্ষাপট: এই ঘটনাটি কেবল মৌখিক নিষেধাজ্ঞা ছিল না, বরং সংগৃহীত লিখিত নথিপত্রও আগুনের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল।

maqtabethaqalayn.com

যা প্রমাণ করে যে, তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস সংরক্ষণের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত অবস্থান নেওয়া হয়েছিল। যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ ও তাঁর পবিত্র বাণীসমূহ সংরক্ষিত না থাকে, তবে দ্বীন বা ধর্মের পূর্ণতা কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা প্রতিটি সচেতন মুসলিম ও গবেষকের জন্য অপরিহার্য।

সুপরিকল্পিতভাবে সুন্নাহর দলিল ধ্বংসকরণ।

হাদিস বিলোপের এই ঐতিহাসিক সত্যটি কেবল মৌখিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধুনিক যুগের স্কলাররাও একে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ডক্টর সুবহি সালেহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'উলূমুল হাদীস'-এর ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় একে একটি নিশ্চিত ও স্বীকৃত বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

إنّ ابابكر جمع احاديث النبي في كتاب فبلغ عددها خمس مائة حديث ثمّ دعا بنار فأحرقها.

যখন আবু বকর খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহর রাসূল (সা)-এর সংগৃহীত হাদিসসমূহ একত্রিত করলেন। পরবর্তীতে তিনি আগুন আনালেন এবং সেই সংকলনের সবগুলোকে (প্রায় ৫০০ হাদিস) পুড়িয়ে ফেললেন।

maqtabethaqalayn.com

ঘটনার অন্তরালে গভীর সত্য ও জিজ্ঞাসা

এই ঘটনাটি ইতিহাসের এক ভয়াবহ ও চিন্তাশীল সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—কেন একজন খলিফা নবীজি (সা)-এর পবিত্র বাণীসমূহকে এভাবে আগুনের শিখায় ভস্মীভূত করবেন?

হাদিস পুড়িয়ে ফেলার এই পদক্ষেপটি কেবল কিছু কাগজ বা নথিপত্র ধ্বংস করা ছিল না; বরং এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রেখে যাওয়া সরাসরি দিক-নির্দেশনা এবং তাঁর প্রকৃত সুন্নাহকে উম্মাহর কাছ থেকে আড়াল করার একটি পরিকল্পিত প্রয়াস।

যদি সেই ৫০০ হাদিসে তৎকালীন খেলাফতের স্বপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট দলিল বা সমর্থন থাকত, তবে কি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হতো? যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, এই ভস্মীভূত পাণ্ডুলিপিগুলোই প্রমাণ করে যে, তৎকালীন ক্ষমতার কাঠামোর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রকৃত শিক্ষা ও নির্দেশনার এক বিরাট সংঘাত ছিল। সত্যকে আড়াল করার এই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস ও সুন্নাহর গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

maqtabethaqalayn.com

রাষ্ট্রীয় শক্তিতে হাদিস বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংসকরণ

হাদিস বিলোপের এই প্রক্রিয়াটি যে কতটা সুসংগঠিত ছিল, তার প্রমাণ মেলে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ শামসুদ্দিন আয-যাহাবির রচিত 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে। গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৫৯ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন:

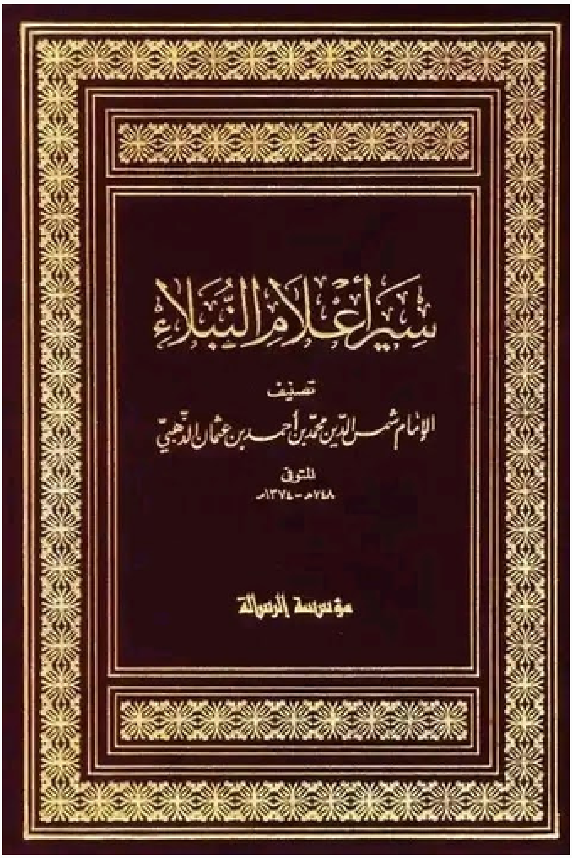

maqtabethaqalayn.com

وروى محمدبن الضَّحّاك الحِزامي، عن أبيه قال: قال عمربن عبد العزيز: لو كان إليَّ أن أعْهَدَ ما عَدَوْتُ صَاحِبَ الأعْوص، يعني إسماعيل بن أمية، أو[1] أُعيمش بني تيم، يعني القاسم، فروى الواقدي عن أفْلَح بن حُميد أنها بلغت القاسمَ، فقال: إني لأضْعُفُ عن أهلي، فكيف بأمر الأمّة.

قال ابن عون: كان القاسم ممّن يأتي بالحديث بحروفه.

قال يحيى بن سعيد: كان القاسم لا يكادُ يَعِيبُ على أحد، فتكلّم ربيعة يوماً فأكثر، فلمّا قام القاسمُ، قال: وهو متكىء عليَّ: لا أبا لْغيرك، أتراهم كانُوا غافلين عمّا يقولُ صاحبُنا يعني عمّا يقول ربيعة برأيه.

حُمَيد الطويل، عن سليمان بن قَتَّة[2] قال: أرسلني عمربن عبيد الله التيمي إلى القاسم بخمس مئة دينار، فأبى أن يَقْبلَها.

وقال عُبَيد الله بن عمر: كان القاسمُ لا يفسِّر القرآن.

وقال عكرمةبن عمَّار: سمعتُ القاسم وسالماً يلعنان القَدريَّة.

قال زيدبن يحيى: حدّثنا عبد اللهبن العلاء قال: سألتُ القاسم أن يُمْليَ عليَّ أحاديث فمنعني، وقال: إن الأحاديثَ كثُرت على عهد عمر، فناشد الناسَ أن يأتوه بها، فلمّا أتوْهُ بها، أمَرَ بتحريقها، ثم قال: مَثْناةٌ كمَثْناةِ[3] أهلِ الكتاب.

---

(١) في الأصل «إذ» وهو خطأ، والأعوص: موضع على أميال من المدينة، والذي منع عمربن عبد العزيز أن يعهد إلى واحد منهما أن سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بالخلافة، وأبيزيد من بعده.

(٢) هو سليمان بن حبيب المحاربي يعرف بابن قتّة، وهو القائل في رثاء الحسين بن علي رضي الله عنهما:

وإن قتيلَ الطفِّ من آل هاشم   أذلَّ رقابَ المسلمين فذلت.

«تبصير المنتبه» ١١٢٢. قلت: لكن البيت ومعه أربعة أبيات أخر أوردها ياقوت في «معجم البلدان»: طف، ونسبها إلى أبي دهبل الجمحي.

(٣) المثناة: كتاب وضعه أحبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب.

maqtabethaqalayn.com

فناشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها

আবু বকর মানুষকে নির্দেশ দিলেন যে, যার কাছেই হাদিস আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। যখন তারা হাদিসগুলো নিয়ে আসলো, তখন তিনি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন!

আল্লামা আয-যাহাবির এই বর্ণনাটি ঘটনার গভীরতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। এখানে এটি প্রতীয়মান হয় যে, খলিফা কেবল নিজের কাছে থাকা হাদিসগুলোই বিনষ্ট করেননি, বরং তিনি সাধারণ মানুষের ওপর ফরমান জারি করেছিলেন যেন যার কাছেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদিস সংরক্ষিত আছে, তারা যেন তা খলিফার দরবারে জমা দেয়।

যখন সাধারণ মুসলমানরা পরম শ্রদ্ধায় সেই পবিত্র বাণীগুলো নিয়ে আসলো, তখন তিনি সেগুলো সংরক্ষণ করার পরিবর্তে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে:

maqtabethaqalayn.com

১. গণ-তল্লাশি ও নথিপত্র বাজেয়াপ্তকরণ: এটি ছিল রাষ্ট্রীয় শক্তিতে চালানো একটি সুপরিকল্পিত অভিযান। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল যেন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোনো হাদিস বা লিখিত নথিপত্র অবশিষ্ট না থাকে। এটি প্রকারান্তরে জ্ঞান ও ইতিহাসের ওপর একটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।
২. সত্য গোপন করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা: যদি সেই হাদিসগুলোতে কেবল ইসলামের সাধারণ ইবাদত বা বিধি-বিধান থাকত, তবে তা পুড়িয়ে ফেলার কোনো যৌক্তিক কারণ থাকার কথা নয়। হাদিস সংগ্রহের পর তা তড়িঘড়ি করে ধ্বংস করার এই ব্যাকুলতা প্রমাণ করে যে, সেই সংকলনগুলোতে এমন কিছু তথ্য বা সত্য বিদ্যমান ছিল, যা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল।
পবিত্র কুরআন যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্যকে মুমিনদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে, সেখানে তাঁরই পবিত্র বাণীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুড়িয়ে ফেলার এই উদ্যোগ সুন্নাহর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি করে। এটি কি সরাসরি সুন্নাহর মৌলিক ভিত্তির পরিপন্থী কোনো অবস্থান ছিল না?

maqtabethaqalayn.com

হাদিস বিলোপের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

হাদিস পুড়িয়ে ফেলার এই ঘটনাটি কেবল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং এর পেছনে খলিফার ব্যক্তিগত অস্থিরতা ও তীব্র অন্তর্দহনের চিত্র ফুটে ওঠে তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায়। আল্লামা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি তাঁর 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫) গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন:

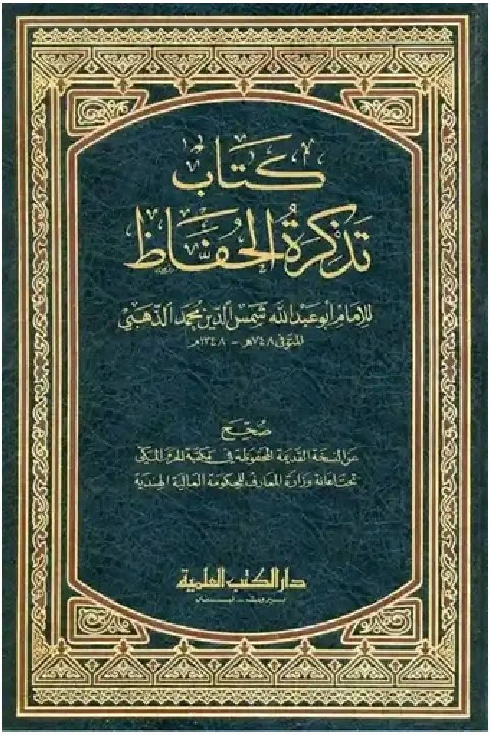

maqtabethaqalayn.com

نعم فرأس الصادقين فى الامة الصديق واليه المنتهى فى التحرى فى القول وفى القبول .

وقد نقل الحاكم فقال حدثنى بكر بن محمد الصيرفى بمرو انا محمد ابن موسى البربرى انا المفضل بن غسان انا على بن صالح انا موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن عن ابراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمى حدثنى القاسم بن محمد قالت عائشة جمع ابى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليله يتقلب كثيرا قالت فغمنى فقلت أتتقلب لشكوى او لشىء بلغك؟ فلما اصبح قال اى بنية هلمى الاحاديث التى عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها فقلت لم احرقتها؟ قال خشيت ان اموت وهى عندى فيكون فيها احاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثنى فاكون قد نقلت ذاك . فهذا لا يصح والله اعلم .

توفى الصديق رضى الله عنه لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة .

٢ — امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه

ابو حفص العدوى الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ايد الله به الاسلام وفتح به الامصار وهو الصادق المحدَّث الملهم الذى جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال لوكان بعدى نبى لكان عمر الذى فرّ منه الشيطان واعلى به الايمان واعلن الاذان .

قال نافع بن ابى نعيم عن نافع عن ابن عمر قال قال النبى صلى الله

maqtabethaqalayn.com

قالت عائشة جمع أبي الحديث عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغک فلما أصبح قال أي بنية هلمي الأحاديث التي عندک فجئته بها فدعا بنار فحرقها

হযরত আয়েশা বলেন: আমার পিতা আল্লাহর রাসূল (সা) থেকে সংগৃহীত কিছু হাদিস একত্রিত করেছিলেন যার সংখ্যা ছিল পাঁচশত। এক রাতে তিনি বিছানায় অত্যন্ত অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ (ছটফট) করছিলেন। আয়েশা বলেন: আমি এতে চিন্তিত হলাম এবং আরজ করলাম, আপনার কি কোনো শারীরিক কষ্ট হচ্ছে নাকি কোনো খারাপ সংবাদ পেয়েছেন? এরপর সকালে আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন: হে কন্যা! তোমার কাছে যে হাদিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে এসো। আমি সেগুলো নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি আগুন আনিয়ে সেগুলো পুড়িয়ে ফেললেন।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচক মহলের জিজ্ঞাসা

হযরত আয়েশা (রা)-এর এই চাক্ষুষ বিবরণটি ইতিহাসের গভীরে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন ছুড়ে দেয়:

- খলিফার মানসিক অস্থিরতা: বর্ণনায় দেখা যায়, হাদিসগুলো পুড়িয়ে ফেলার আগের রাতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিলেন। যদি ৫০০ হাদিস ধ্বংস করা একটি সাধারণ ধর্মীয় বা আইনগত সংস্কার হতো, তবে তাঁর এই 'ছটফটানি' বা যন্ত্রণার কোনো কারণ থাকত না। এই অস্থিরতা প্রমাণ করে যে, তিনি এমন এক কঠিন ও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন যা তাঁর বিবেকের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছিল।

- সরাসরি সংগৃহীত পবিত্র আমানত: হযরত আয়েশা (রা) স্পষ্ট করেছেন যে, এই ৫০০টি হাদিস তাঁর পিতা নিজেই সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনে সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থাৎ এগুলো ছিল অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও অবিকৃত সংকলন।

maqtabethaqalayn.com

একজন মুমিনের কাছে যা অমূল্য সম্পদ হওয়ার কথা, তা ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা খলিফার কাছে কেন এত তীব্র হয়ে উঠল?

- প্রমাণ মুছে ফেলার চূড়ান্ত পদ্ধতি: হাদিসগুলো সংশোধন বা পরিমার্জন না করে সরাসরি 'আগুন আনিয়ে' পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। ইতিহাসে কোনো তথ্য বা প্রমাণকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো আগুন। এই চরম পদক্ষেপটিই নির্দেশ করে যে, সেই হাদিসগুলোতে এমন কিছু তথ্য বিদ্যমান ছিল যা তৎকালীন শাসনব্যবস্থার জন্য প্রতিকূল ছিল।

- সত্যের ওপর আড়াল: এই ঘটনাটি আমাদের এক বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়—রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহর বাণীগুলো কি খলিফার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল? কেন সারা রাত ছটফট করার পর সকালে সেগুলো ভস্মীভূত করতেই হলো? এই আগুন কি কেবল কাগজের স্তূপে লেগেছিল, নাকি এটি ইসলামের ইতিহাসের এক বিশাল সত্যের ওপর চিরস্থায়ী আড়াল টেনে দিয়েছিল?

উপসংহার:

ইতিহাসের এই দালিলিক প্রমাণগুলো আমাদের এক বিশাল ও অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখীন করে। প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক—কেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাদিসগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিলেন?

আমরা যদি পবিত্র কুরআনের বিধানের দিকে তাকাই, তবে দেখি মহান আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন:
"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)

maqtabethaqalayn.com

শুধু তাই নয়, আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য পাওয়ার একমাত্র শর্ত হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

"আপনি বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" এবং পরক্ষণেই কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে— "আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১-৩২)

এখন বিবেক ও যুক্তির কাছে প্রশ্ন জাগে—যেখানে স্বয়ং আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিটি আদেশ ও বাণীকে গ্রহণ করা এবং তাঁর অনুসরণ করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, সেখানে সেই পবিত্র বাণীসমূহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুড়িয়ে ফেলা কি কুরআন এবং সুন্নাহর সরাসরি বিরোধিতার শামিল নয়?

maqtabethaqalayn.com

নবীজি (সা) তাঁর জীবদ্দশায় উম্মাহর হেদায়েতের জন্য যে সুন্নাহ ও দিক-নির্দেশনা রেখে গিয়েছিলেন, সেই ৫০০টি হাদিসে এমন কী রহস্য লুকায়িত ছিল যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হলো? এমন কী সত্য সেখানে বিদ্যমান ছিল, যা চিরতরে মিটিয়ে ফেলার জন্য খলিফাকে এত দ্রুত এবং কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল?

ইতিহাসের এই ছাইচাপা আগুন আজও সত্যপিপাসু হৃদয়ে দাউদাউ করে জ্বলছে। এই ঐতিহাসিক সত্যের নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং সঠিক উত্তর খোঁজার দায়িত্ব এখন বর্তমান প্রজন্মের প্রতিটি সচেতন পাঠকের। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় ও দালিলিক উৎসগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই কেবল আমরা সত্যের প্রকৃত আলোকবর্তিকা খুঁজে পেতে পারি।

THE END